গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৮ সংখ্যা | ২৯ সেপ্টেম্বর - ৫ অক্টোবর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

বর্তমান ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে জন্ম দিচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষের

বিশ্বে ৭৮ কোটি মানুষ অনাহারী

বিশ্বে ৭৮ কোটি মানুষ অনাহারী। অর্থাৎ প্রতি দশ জনে একজন মানুষের ভরপেট খাওয়া জোটে না। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য সংস্থা বিশ্ব খাদ্য প্রকল্পের কার্যনির্বাহী প্রধান সিন্ডি ম্যাকেন নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্ব জুড়ে এই ভয়াবহ খাদ্য সংকটের কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, এদের মধ্যে ৩৪ কোটিরও বেশি মানুষের খাদ্যের কোনও নিরাপত্তা নেই। বিশ্ব খাদ্য প্রকল্পের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী ৫০টি দেশে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ এখন দুর্ভিক্ষের ঠিক আগের অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। পাঁচ বছরের কমবয়সি ৪ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তারা এর দায় কোভিড অতিমারি, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ— ইত্যাদির উপর চাপিয়েছেন। অবশ্যই অতিমারি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবস্থা অনেক ঘোরালো করে তুলছে। কিন্তু এই ক্ষুধা পরিস্থিতি কোভিড-অতিমারির আগেও ছিল। অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলির যে অনুদান দেওয়ার কথা, তা না দেওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের কোষাগারও শুকিয়ে আসছে। ফলে খাদ্য সরবরাহে তাদের কাটছাঁট করতে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা। বিশ্বের এই সংকট দীর্ঘমেয়াদী। একেই তারা 'নিউ নরমাল' পরিস্থিতি বলে গা সহা করতে চাইছেন। কিন্তু পেট বড় বালাই। ক্ষুধার কামড়ে যে ঘুম আসে না!

কিন্তু কেন মানুষ খেতে পায় না? বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কি প্রয়োজনের তুলনায় কম? তথ্য বলছে ঠিক উল্টো কথা— গোটা বিশ্বে মোট যা খাদ্য উৎপাদিত হয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে প্রতিদিন ভরপেট খাওয়ালেও তা থেকে উদ্বৃত্ত থাকবে। তা হলে এত মানুষ অনাহারী কেন? আসলে বিশ্বের একটা বড় অংশের মানুষের খাবার কেনারই সংস্থান নেই। মানুষে মানুষে প্রবল আর্থিক বৈষম্যই এর জন্য দায়ী যা দেশে দেশে কায়েম হয়ে থাকা শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্ব থেকে অনাহার দূর

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভ

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি এবং স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানোর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে গ্রাহক বিক্ষোভ চলছে। ছবি ঃ দার্জিলিং-এর খড়িবাড়ি। ২১ সেপ্টেম্বর

চার হাজার কোটির বেশি ব্যয় করে দেশের জনগণকে কী দিলেন মোদিজি!

জি-২০

দিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত 'জি-২০' (জি টোয়েন্টি) সদস্য দেশগুলির শীর্ষ বৈঠকের সাফল্যে উল্লসিত বিজেপি নেতারা পুষ্পবৃষ্টি করে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। কারণ তাঁর নেতৃত্বের জন্যই নাকি জি-২০ সম্মেলনে সমস্ত পক্ষকে একজোট করে যৌথ ঘোষণাপত্র রচনা সম্ভব হয়েছে। মোদিজি নিজেও বলেছেন, এই বৈঠক দেখিয়ে দিল 'ভারত বিশ্বের জন্য প্রস্তুত, বিশ্বও আজ ভারতের জন্য প্রস্তুত'। দেখা যাক ৪ হাজার ১০০ কোটি টাকা খরচ করে দেশের জন্য এর থেকে কী লাভ ওঠালেন নরেন্দ্র মোদি! তার আগে অবশ্য ঠিক করতে হবে, দেশ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। এর মানে যদি দেশের সাধারণ মানুষ হয়, তাহলে তার খোঁজ এক রকম হবে। আর যদি দেশ মানে দেশের একচেটিয়া মালিকদের বোঝায়, তাহলে তা হবে আর এক রকম।

অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং উন্নয়নশীল ২০টি দেশ ও গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার গোষ্ঠী জি-২০। ১৯৯৯-তে সদস্য দেশগুলির অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে শুরু হলেও ২০০৮-এ বিশ্বজোড়া প্রবল মন্দা সামলাতে এই মঞ্চে রাষ্ট্রপ্রধানদেরও যুক্ত করা হয়। এবারের সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে যুক্ত করা হল। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাজার নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত কমিয়ে আপাত সমঝোতাই এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য, যাতে পুঁজিবাদী বাজারের সর্বগ্রাসী সংকটকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। যে বিষয়গুলি এবারের জি-২০ বৈঠকের বড় সাফল্য বলা হচ্ছে সেগুলিকে এক এক করে দেখা যাক।

নরেন্দ্র মোদিজির সভাপতিত্ব ঃ গত এক বছর ধরে ভারত ছিল জি-২০-র সভাপতিত্বের দায়িত্বে। ফলে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদি সেই আলো নিজের দিকে টানার সুযোগ পেয়েছেন। এটাকেই বিজেপি মোদিজির বিরাট সাফল্য বলে প্রচার করছে। যদিও এই চেয়ারটা নিতান্তই নরেন্দ্র মোদিজির পড়ে পাওয়া। কারণ প্রতি বছরই এর সভাপতি বদল হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেশকেই দায়িত্ব নিতে হয়। যেমন আগামী বছর দায়িত্ব যাচ্ছে ব্রাজিলের হাতে। ফলে ওই সময় রাম-শ্যাম যে কেউ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে

ছয়ের পাতায় দেখুন

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবি

কলকাতায় ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ২৫ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

কলকাতায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি মতে এখনই প্রায় ৪০ হাজার মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত। অথচ যেভাবে যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর ও করপোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল, তা না করে রাজ্য সরকার তথ্য গোপন করে সমস্যাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। এর ফলে রোগের আক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এই গড়িমসির তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।

এই দাবিতে আমরা ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর বরো/মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন এবং ৩ অক্টোবর কলকাতা করপোরেশন অভিযানের ডাক দিয়েছি। এই কর্মসূচিগুলিকে সফল করার জন্য নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

শূন্য পেয়েও এমডি ডাক্তার!

প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

মেডিকেল শিক্ষায় স্পেশালিস্ট ডাক্তার তৈরির এমডি-এমএস-এর মতো কোর্সগুলির প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট পিজি'তে র‍্যাঙ্ক করার ন্যূনতম মান কমিয়ে 'জিরো পার্সেন্টাইল' করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর অর্থ কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় শুধু বসলেই চলবে, সে এমনকি শূন্য পেলেও তাকে র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে। সেই ছাত্র প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলিতে কোটি কোটি টাকা দিয়ে এমডি-এমএস ডিগ্রি কেনার সুযোগ পাবে। ফলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মানের চূড়ান্ত অবনতি ঘটবে। রোগী পরিষেবা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মেডিকেল শিক্ষার উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে ২২ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও মেডিকেল ইউনিটের পক্ষ থেকে দুটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কলকাতার নীলরতন

চারের পাতায় দেখুন

দেড় গুণ এমএসপি-র দাবি আন্দোলন ছাড়া আদায় হবে না

কৃষক সম্মেলনে কমরেড সত্যবান

বক্তব্য রাখছেন কমরেড সত্যবান

২৪ আগস্ট দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে সংযুক্ত কিসান মোর্চার (এসকেএম) সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের (এআইকেকেএমএস) সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান। সংযুক্ত কিসান মোর্চা দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের বৃহত্তর মঞ্চ, যার মধ্যে এ আই কে কে এম এস সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। ১৩ মাস ধরে চলা ওই আন্দোলনে ৭৫০ জন কৃষক শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এই আন্দোলনের সামনে মাথা নত করে মোদি সরকার তিনটি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

ভারতে কৃষি সমস্যা সম্পর্কে সত্যবান বলেন, আমাদের দেশ পুঁজিপতিদের দ্বারা শাসিত। চাষির উৎপাদিত পণ্য পুঁজিপতিদের দ্বারা লুট হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা সরাসরি শোষিত হচ্ছে কারখানায়-অফিসে। সার, বীজ, চাষের যন্ত্রপাতি, কীটনাশক— সবই পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে। চাষির ফসলের উপরও পুঁজিপতিদের আধিপত্য। স্বাধীনতার পর ৭৬ বছর ধরে শ্রমিক-চাষিকে নির্মম শোষণের মধ্য দিয়ে ভারতের পুঁজিপতিরা বিশ্বে সেরা দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। তারা পুঁজি রপ্তানি করে বিদেশের সস্তা কাঁচা মাল ও শ্রমশক্তি লুট করছে। একইভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

কৃষি উৎপাদনের খরচ অত্যধিক বেড়ে চলেছে, কিন্তু কৃষি থেকে আয় কম। চাষি ঋণগ্রস্ত হচ্ছে। লাখ লাখ চাষি আত্মহত্যা করছে। এর মধ্যে খেতমজুর অর্ধেক। এই পরিস্থিতিতে ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্যের দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের স দাবি, এমএসপি আইনসিদ্ধ কর। প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, আগামী দিনে এমএসপি যদি আইনসিদ্ধ হয়ও, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দিয়ে পুঁজিপতিরা তাকে অকেজো করে দেবে। অবশ্যই তখন শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আমাদের দাবি, উৎপাদন খরচের দেড়গুণ এমএসপি দিতে হবে। একই সঙ্গে মাণ্ডি থেকে, কৃষি বাজার থেকে এই পুঁজিপতিদের সরাতে হবে। একমাত্র তখনই কৃষকরা প্রকৃত অর্থে এমএসপি পাবে।

তিনি বলেন, গ্রামের গরিব মানুষ এবং চাষি উভয়েরই প্রবল সমস্যা কর্মসংস্থান না হওয়া। ফলে চাকরির দাবি কৃষক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। দেশের মানুষের উপর কালা বিদ্যুৎ আইনের খড়্গ ঝুলছে। একে প্রতিহত করতে হবে। সম্মেলন যে দাবি সনদ তুলে ধরেছে তাকে সমর্থন করে সত্যবান বলেন, অক্টোবরে সারা দেশে 'দমন-পীড়ন বিরোধী দিবস' পালন, নভেম্বরে দিল্লি অভিযান এবং এরই ধারাবাহিকতায় দেশে ধর্মঘট করার প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, কে মূল শত্রু? কার বিরুদ্ধে লড়াই? এর উত্তর আমাদের চাষিদের মুখে মুখে, এমনকী তাঁদের ছেলেমেয়েদের মুখেও। লড়াই আদানির বিরুদ্ধে, আম্বানির বিরুদ্ধে, কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। মোদি তাদের মুখোশ মাত্র। এই মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে আমাদের। এটা ভোটের দ্বারা হবে না, শ্রমিক-কৃষক যুক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের শোষণরাজ খতম করতে হবে।

পুঁজিবাদ জন্ম দিচ্ছে ক্ষুধার্ত মানুষের

একের পাতার পর

করতে হলে শোষণমূলক এই ব্যবস্থাটিকেই দূর করা দরকার, যার উল্লেখ করা রাষ্ট্রপুঞ্জ বা বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা নানা টোটকার আশ্রয় নিচ্ছে।

এই ক্ষুধা-সংকট দূর করতে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা বেসরকারি বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে অনুদানের হাত বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বজোড়া এই ভয়ঙ্কর সমস্যা দূর করতে তাঁরা মুনাফা-লুটেরা মালিকদের দান-খয়রাতি তথা মানবিকতার আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। কিন্তু ক্ষুধাসমস্যা সমাধানের এই রাস্তা আদৌ বাস্তবসম্মত?

এই সংকট দূর করতে বড় বড় শিল্পপতি অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি কি আদৌ এগিয়ে আসবে? আজ বিশ্বপুঁজিবাদ বাজার সংকটে দিশেহারা। সংকট থেকে বেরোতে তারা অর্থনীতির সামরিকীকরণ করছে। যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির জন্য যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করা, নানা অজুহাতে স্থানীয় যুদ্ধ বাধানো, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে কোনও না কোনও পক্ষ নিয়ে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি সহ দেশের বাজারে ঢোকার চেষ্টা, এ সবই তার ব্যবসা বাড়ানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষা থেকে। মনে রাখা দরকার, ইউক্রেন যুদ্ধের পরিণতিতে আফ্রিকার দেশগুলিতে গম সরবরাহ মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, যা সেখানকার বড় সংখ্যক মানুষকে অনাহার-অর্ধাহারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধের পরিবর্তে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পুঁজিবাদী শাসকরা খুবই উৎসাহী।

খাদ্যসংকটের আরও একটি কারণ, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ টি ও)-র মাধ্যমে খাদ্যপণ্যে ভর্তুকি বন্ধের ফতোয়া। ভারতের মতো দেশে কর্পোরেট কোম্পানির হাতে বেশি বেশি করে খাদ্য ব্যবসা তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই একচেটিয়া মালিকরা খাদ্যসংকট দূর করবে, নাকি খাদ্যপণ্যের ব্যবসা থেকে আরও মুনাফার ছক কষবে?

এই প্রশ্নে ভারতের অবস্থান ঠিক কোন জায়গায়? পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় পঞ্চম অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠার সাফল্যের বড়াই করে চলেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। কিন্তু কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মানবিক সূচকগুলো একদম তলানিতে। আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর সি রঙ্গরাজনের বক্তব্য,'পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি' দেশ, চিন্তাকর্ষক ঠিকই, সেই সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিও জরুরি। অর্থাৎ জিডিপি-র নিরিখে ভারতের অর্থনীতি যতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, সেই সমৃদ্ধি শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরই, তার সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। তাই বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের ২০২২ সালের হিসাবে ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৭। অর্থাৎ এ দেশেও একটা বিরাট অংশের মানুষ দিনের পর দিন অনাহারে কাটাচ্ছেন। আয় বাড়া দূরের কথা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয় ক্রমাগত কমছে।

সাধারণ মানুষের আয় বৃদ্ধির বহু প্রতিশ্রুতি এ দেশের সরকারি অর্থনীতিবিদ থেকে অর্থমন্ত্রী প্রতি বছর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তা বাড়ছে না কেন? কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে থেকেই যে আর্থিক অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলেছিলেন, তার একটাও কি তিনি পালন করেছেন? সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে গেলে যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে হয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সেবাদাস হিসাবে কাজ করে তা আজ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই সম্পদ ক্রমাগত মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির কুক্ষিগত হচ্ছে। তাই দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদের মালিক আজ ১ শতাংশ পুঁজিপতি। জনসংখ্যার সবচেয়ে নিচের ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ সম্পদ। এ দেশে ক্ষুধার্ত মা তার সন্তানকে হাটে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

খেতে না পেয়ে অনাহারে মৃত্যু সরকারি নথিতে পাওয়া না গেলেও বাস্তবে এ এক নির্মম সত্য। গত ২৭ জুলাই সরকারি সংস্থা নীতি-আয়োগের রিপোর্টই বলছে, ভারতের ৭৪.১ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার কিনতে পারেন না। এই মর্মান্তিক সত্য আজ আর পরিসংখ্যানে আটকে নেই। যত দিন যাচ্ছে পুঁজিবাদের নির্মম শোষণে বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধিত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার বন্ধ করতে হলে এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসান চাই।

জীবনাবসান

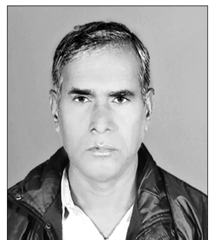

নদিয়ায় এস ইউ সি আই (সি) দলের রানাঘাট লোকাল কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড নির্মল বিশ্বাস ৯ সেপ্টেম্বর সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই দলের কর্মীরা হাসপাতালে পৌঁছে যান। মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের নদিয়া (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রবীর দে ও অন্যরা।

কমরেড নির্মল বিশ্বাস ১৯৮৫ সাল নাগাদ রানাঘাট লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক কমরেড গোপাল করের মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসেন। চরম দারিদ্রকে উপেক্ষা করে তিনি দত্তপুলিয়া অঞ্চল ও তার আশেপাশের এলাকায় মানুষের মধ্যে দলের তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মানুষ দলে যুক্ত হন। নানা রকম পারিবারিক সমস্যা ও অসুস্থতার কারণে তিনি কয়েক বছর দলের কাজ করতে পারছিলেন না। এ নিয়ে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করতেন। জানুয়ারি মাস থেকে শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই তিনি নতুন উদ্যমে দলের কাজ শুরু করেন। ৫ আগস্ট ব্রিগেডে অনুষ্ঠিত কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ সমাপনী সমাবেশ সফল করতে তিনি এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ একজন সৎ ও সংগ্রামী মানুষকে হারাল।

কমরেড নির্মল বিশ্বাস লাল সেলাম

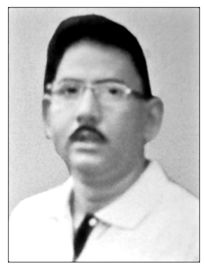

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ক্যানিং সাংগঠনিক জেলার নিকারিঘাটা লোকাল কমিটির পাঙ্গাসখালি গ্রামের এসইউসিআই(সি) কর্মী কমরেড রহিম আলি মণ্ডল ক্যান্সারে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৭ আগস্ট বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সর্দার সহ এলাকার বহু কর্মী ও সমর্থক তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। পাঙ্গাসখালি গ্রাম দীর্ঘ কয়েক দশক ধরেই এসইউসিআই (সি)-র ঘাঁটি বলে পরিচিত। প্রয়াত রহিম আলির কাকা শিক্ষক নূর আলি মণ্ডল ওই অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সংগঠক ছিলেন। কমরেড রহিম আলি শৈশবে ও কৈশোরে এই কাকার হাত ধরেই পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে যেতেন ও আন্দোলনে অংশ নিতেন। ক্রমে ওই এলাকার একজন সক্রিয় যুব কর্মী হিসাবে তিনি ভূমিকা পালন করেন। পরিবারকেও দলের সঙ্গে যুক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

কমরেড রহিম আলির মৃত্যুতে দল একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মীকে হারাল। ১৩ সেপ্টেম্বর গ্রামেই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু ও জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সর্দার সভায় প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড রহিম আলি মণ্ডল লাল সেলাম

কেরিয়ারের নিশির ডাক

আবারও মৃত্যুর অন্ধকারে ঝাঁপ দিল এক কিশোরী ছাত্রী, রাজস্থানের কোটায়। এই নিয়ে এক বছরে সেখানে আত্মঘাতী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াল ২৫। গত ২৬ আগস্ট কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে কোটায় পড়তে আসা দু'জন ছাত্রের আত্মহত্যার খবর স্তব্ধ করে দিয়েছিল মানুষকে। সে স্তব্ধতা যেন কাটছেই না।

'৯০-এর দশকের শুরুর দিক থেকে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-কে কেরিয়ার করতে চাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছিল কোটা শহরের কোচিং সেন্টারগুলিতে। এখনও নিট বা জেইই-র মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী এখানকার কোচিং সেন্টারগুলিতে ভর্তি হয়। এছাড়া আইআইটি বা চাকরির সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির জন্যও এখানে কোচিং চলে। বর্তমানে প্রায় দু'লক্ষ ছাত্রছাত্রী উজ্জ্বল কেরিয়ারের স্বপ্ন নিয়ে এখানে থেকে পড়াশোনা করছে। কোটায় রমরমিয়ে চলছে কোচিং ব্যবসা।

এই উজ্জ্বলতার মধ্যে হিংস্র শ্বাপদের মতো মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছে মৃত্যুর কালো ছায়া। কোটায় প্রতি বছর একের পর এক ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। গত বছরে ঝরে গেছে ১৫টি তাজা প্রাণ। তার আগের বছরগুলিতে কখনও ৪ জন, কখনও ৮ জন, কোনও বছর ১২ বা ১০ জন ছাত্রছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে। এ বছর এই সংখ্যা এখন পর্যন্ত দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেছে। এদের সকলেরই বয়স ১৫ থেকে ১৮-র মধ্যে। সদ্য কৈশোরের সীমা পার হওয়া যে বয়সে মন থাকে খুশিতে ভরপুর, পৃথিবীর সব কিছুকে সুন্দর বলে মনে হয়, যাবতীয় বিপদ, সমস্যা মোকাবিলা করার আত্মবিশ্বাস থাকে বুকের ভিতরে, সেই বয়সের ছেলেমেয়েরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ার আশায় পড়তে এসে এভাবে মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছে কেন?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে কোটায় কোচিং সেন্টারের প্রাক্তনীদের অনেকে বলেছেন, সেন্টারগুলি শুধু তাদের ব্যবসা বাড়ানোর দিকেই নজর দেয়, ছাত্রছাত্রীদের মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। সেন্টারগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা প্রবল হওয়ায়, তারা সকলেই নিট বা জেইই পরীক্ষায় সাফল্যকেই পাখির চোখ করে। তা করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপর পড়াশোনা ও পরীক্ষার ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করেন শিক্ষকরা। অনেক সময় কারও কাছে সেই চাপ এতটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে তারা মৃত্যুর মধ্যেই এই চাপের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা খোঁজে।

মনোবিদরা সমীক্ষা করে দেখেছেন, কোটায় ১০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চারজনই মানসিক অবসাদের শিকার। ১০ জনের মধ্যে আট জন লড়ছে উদ্বেগ ও মানসিক চাপের বিরুদ্ধে। তাঁরা দেখাচ্ছেন, ছাত্রছাত্রীদের এই যন্ত্রণাদায়ক মানসিক পরিস্থিতির পিছনে রয়েছে মা-বাবার উচ্চাশা পূরণ করতে পারা নিয়ে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ। এখানে পড়তে আসা অনেক ছেলেমেয়েই মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের। কারও বাবা-মা ঋণ করে, কেউ বা জমি-সম্পত্তি বিক্রি করে কোটায় পড়ানোর লক্ষ লক্ষ টাকা জোগাড় করেন। ফলে ছেলেমেয়েদের তাড়া করে বেড়ায় যে কোনও মূল্যে নিট-জেইই-র মতো কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়ার চাপ। না পারলে বাবা-মার স্বপ্ন পূরণ করা যাবে না, জলে যাবে কোচিং-এর জন্য অতি কষ্টে জোগাড় করা টাকা— এই চিন্তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উদ্বেগের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে কারও হয়তো ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং আদৌ পছন্দের বিষয়ই নয়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলি হয়তো টানেই না তাদের। বহু ক্ষেত্রেই বাবা-মায়ের চাপে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার বদলে তাদের ঝাঁপ দিতে হয় নিট বা জেইই পরীক্ষায় সফল হওয়ার যুদ্ধে। নিজের পছন্দের বিষয়ের গভীরে ডুব দেওয়া হয় না তাদের। এদিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্কের মতো কঠিন বিষয় পড়তে এসে সেগুলি ঠিকমতো বুঝতে পারা, গ্রহণ করা তাদের অনেকের পক্ষেই হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠিন। অথচ মাথার উপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা। সঙ্গে রয়েছে কোচিং সেন্টারের অমানুষিক চাপ। সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর হতাশা, ব্যর্থতার বোধ, হীনমন্যতা গ্রাস করে কিশোর-কিশোরীদের তরুণ মনগুলিকে। উদ্বেগ, ব্যর্থতার আশঙ্কা অসহনীয় হয়ে উঠলে, গভীর অন্ধকারে সামান্য আশার আলোটুকুও হারিয়ে গেলে শেষপর্যন্ত কেউ কেউ মৃত্যুর কাছে নিরুপায় আশ্রয় খোঁজে। স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়ে মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে লিখে রেখে যায় চোখের জলে ভেজা সুইসাইড নোট। কেউ বা নীরবেই বিদায় নেয়।

পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজস্থান সরকারের মন্ত্রী, পুলিশ, প্রশাসনের কর্তারা নানা দাওয়াইয়ের নিদান দিচ্ছেন। কেউ বলছেন, কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার, কোথাও কয়েক মাস পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, পুলিশের পক্ষ থেকে কোথাও হেল্পলাইন খোলা হচ্ছে, কোথাও বা নানা ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যাতে গলায় দড়ি দিয়ে বা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে কেউ মরতে না পারে।

কিন্তু এ সবই গভীর ক্ষত ঢাকতে চামড়ার উপরের স্তরে সামান্য একটু মলমের আস্তরণ। আসল অসুখ রয়েছে সমাজের গভীরে। যে মরতে বসা ব্যবস্থা সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের সেই সমুদ্র-বুড়োর মতো চেপে বসে রয়েছে সমাজের কাঁধে, কোটায় কিশোর-কিশোরীদের এই মর্মান্তিক অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী আসলে সেই ব্যবস্থারই অন্তঃসারশূন্যতা।

সমাজ জুড়ে আজ এক প্রবল অনিশ্চয়তা। সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের লক্ষ্যে ছুটতে থাকা এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার মতো সম্পদের অভাব না থাকলেও অভাব রয়েছে সেই সম্পদ ভোগ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার। বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দিনে দিনে তা চরমতর আকার নিচ্ছে। এই অবস্থায় সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় স্বাভাবিক ভাবেই আকুল হয়ে উঠছেন অভিভাবকরা। কী করলে ছেলেমেয়েরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, নিশ্চিন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে সুখে দিন কাটাতে পারবে— সেই চিন্তায় বাস্তবিকই ঘুম নেই বাবা-মায়েদের। তাই যেমন করে হোক তাদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা বড় চাকুরে বানাতে মরিয়া হয়ে উঠছেন তাঁরা। সন্তানের পছন্দের বিষয় কোনটি, তা জানা বা সেই বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় এগিয়ে দেওয়ার বদলে নিশ্চিত রোজগারের আশায় ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে তাদের ঠেলে দিচ্ছেন মা-বাবারা। যদিও বেকারত্বের হাঁ-মুখ ইদানীং গ্রাস করে নিচ্ছে বহু ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারকেও। সমস্ত দফতরে সরকারি নিয়োগ বন্ধ। নতুন কারখানা একটা খুললে দশটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশ বেকারে ছেয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারি দফতরগুলিতে নিতান্ত নিচের তলার পদে কাজ পাওয়ার জন্যও শয়ে শয়ে উচ্চশিক্ষিতদের সঙ্গে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদেরও আবেদন করার খবর মাঝে মাঝেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবুও— 'আশা কুহকিনী'।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভিভাবকদের বিপুল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয়টি। সবাইকে পিছনে ফেলে যে কোনও উপায়ে নিজেকে, নিজের সন্তানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, সকলের মধ্যে শুধু নিজেকে বড় করে দেখা ও দেখানোর এই আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাও ব্যক্তিমুনাফাকেন্দ্রিক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। যেহেতু উচ্চকোটির মানুষ হিসাবে সমাজে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে, তাই বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েকে ওই পদে আসীন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে অভিভাবকদের। সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তাই অনেক বাবা-মা

সাতের পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দিল্লিতে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

২৪ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লি শাখার উদ্যোগে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় এন ডি তেওয়ারি হলে। কনভেনশনে উপস্থিত বক্তারা জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। প্রায় ২০০ অধ্যাপক, শিক্ষক, অভিভাবক, কিষান আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

সভাপতির ভাষণে জেএনইউ-এর অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহা বলেন, এই শিক্ষানীতি শিক্ষার উপর আরও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। জেএনইউ-তে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ব্যবহার করা সূচক সঠিক না হওয়ার ফলে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

এনসিইআরটি-র প্রাক্তন সদস্য ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিতা রামপাল বলেন, সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক বিষয় হল কেরালা সমেত সমস্ত রাজ্য সরকার বর্তমান এন সি ই আর টি-র তৈরি নতুন সিলেবাস কার্যকর করছে, যে সিলেবাস শিক্ষাবিদ নয়, মন্ত্রীদের নির্দেশে প্রণীত হয়েছে। কর্ণাটক সরকার একসময় মিড ডে মিলে আমিষ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছিল, কারণ হিসাবে বলেছিল যে ভারতীয়দের স্বাস্থ্যের পক্ষে আমিষ খাদ্য উপযুক্ত নয়।

দিল্লির এন ডি তেওয়ারি হলে কনভেনশনে উপস্থিত শিক্ষানুরাগী মানুষের একাংশ। বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর

হিমাচলপ্রদেশ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নভনীত শর্মা বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর কর্মীদের যেহেতু প্রয়োজনীয় শিক্ষণ নেই, তাদের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের লেখাপড়ার দায়িত্ব দেওয়া চলে না।

দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের অধ্যাপক দিব্যেন্দু মাইতি শিক্ষাতে জিডিপি-র ২.৪ শতাংশের পরিবর্তে অন্তত ৬ শতাংশ খরচ করার দাবি করেন। শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষক নিয়োগে এই অর্থ ব্যয় করা উচিত। ভারতীয় জ্ঞানধারার নামে যে মিথ্যা প্রচার চলছে তার মুখোশ খুলে দেওয়ার আহ্বান তিনি জানান।

সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৫২এ (এইচ) ধারায় বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। তাকে অগ্রাহ্য করে ভারতীয় জ্ঞানধারার নামে ডারউইন তত্ত্ব, পর্যায় সারণী প্রভৃতি পাঠ্যবস্তু থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা পূজা শর্মা বলেন, এই শিক্ষানীতিতে কর্মমুখী নানা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে বলায় বুনিয়াদি শিক্ষা মার খাচ্ছে।

মথুরা থেকে আসা কিসান আন্দোলনের প্রতিনিধিও আলোচনায় অংশ নেন। সম্মেলন থেকে অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মাকে সভাপতি ও সারদা দীক্ষিতকে সম্পাদক, অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সিনহাকে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লি শাখা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

বোনাস নিয়ে রাজ্য সরকারের সার্কুলার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী

রাজ্য সরকারের বোনাস সম্পর্কিত সার্কুলার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং বোনাস অ্যাক্ট (২০১৫ সালের সংশোধনী সহ) বিরোধী। এই বিষয়ে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে এই সার্কুলার পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

তিনি চিঠিতে বলেন, এই সার্কুলারে বোনাস আইন সংশোধনীর ২ এবং ১২ নং ধারার উল্লেখই নেই। ফলে বহু সংস্থা সামান্য বোনাস দিয়ে কর্মচারীদের বঞ্চিত করার সুযোগ পাবে। বোনাস আইন সংশোধনীর আগের পরিমাণ উল্লেখ করে সার্কুলার দেওয়ার ফলে কর্মচারীরা আইনত প্রাপ্য বোনাসটাও পাবেন না। অর্থ দফতরের এই সার্কুলারে শ্রম দফতরের অনুমোদনের উল্লেখ নেই। অথচ সরকার অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারীরাও শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত। এতে শ্রমিকদের স্বার্থ মার খাবে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মেছেদায় পথ অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদার পাঁচমাথা মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) দলের মেছেদা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। কিন্তু এ যাবৎ কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় দলের পক্ষ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ওই রাস্তাটি অবরোধ করা হয়। শত শত সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবরোধে সামিল হন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির ধরনা

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে প্রায় তিনশো নির্যাতিতা মহিলা প্রতিবাদ-অবস্থান করেন ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাতেই পঞ্চাশ হাজারের বেশি খোরপোষ মামলা দশ-বারো বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। এগুলির ন্যায়বিচারের দাবিতে জেলা বিচারকের কাছে সমিতির সভাপতি কাবেরী বিশ্বাসের নেতৃত্বে নির্যাতিতা নারীরা ডেপুটেশন দেন। এছাড়া মদের প্রসার ও চোলাই মদ বন্ধ করার দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সমিতির নেত্রী অধ্যাপিকা স্মৃতিরেখা রায়চৌধুরী। প্রতিনিধি দল জানায়, বহরমপুরে চোলাই মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সমিতির কর্মী পিঙ্কি দাস চোলাই কারবারিদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন।

এই বিষয়গুলি নিয়ে জেলাশাসকের কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ১৫টি ব্লক থেকে মহিলারা উপস্থিত হয়েছিলেন। সমগ্র কর্মসূচি পরিচালনা করেন সমিতির সম্পাদিকা খাদিজা বানু।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের ডেপুটেশন

১৯ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের গ্রামীণ চিকিৎসকরা খড়িবাড়ি রুরাল হাসপাতালের বিএমওএইচ-কে হাসপাতালে

পরিকাঠামো ঘাটতি পূরণ, ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং ব্লকের প্র্যাক্টিশনারদের বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ সহ নানা দাবিতে ডেপুটেশন দেন। এতে সংগঠনের উত্তরবঙ্গের কনভেনর বিপ্লব দেবনাথ, খড়িবাড়ি ব্লক সম্পাদক অরুণ সিংহ, কমিটির উপদেষ্টা বাবুলাল বৈঠা ও জয় লোধ সহ বহু প্র্যাক্টিশনার সামিল হয়েছিলেন। বিএমওএইচ দাবিসনদ পড়ে তাঁর সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

সামতাবেড়ে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র স্মরণ

পার্থিব মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৮তম জন্মদিবসে 'শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি'র পক্ষ থেকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ পাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন কমিটির সভাপতি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পরিবারের সদস্য জয় চট্টোপাধ্যায় ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সহ উপস্থিত শরৎ অনুরাগী মানুষজন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক মানস জানা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শরৎচন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া। বক্তারা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে

গিয়ে বলেন, সব স্তরের মানুষেরই সংস্কৃতির এই অবক্ষয়ের যুগে আজকের দিনে প্রতিবাদের রাজনীতিতে এগিয়ে আসা উচিত। প্রতিবাদী রাজনীতি এবং তার পরিপূরক মনীষী চর্চা ছাড়া আজকের দিনে চরিত্র অর্জন হবে না। শরৎচন্দ্রের মেজদিদি অবলম্বনে নাটক অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মাত্রা দেয়।

শরৎচন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর 'রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের নবচেতনার ধারায় শরৎচন্দ্রের মণ্ডল। অনুষ্ঠানের সভাপতিও বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। মঞ্চের অন্যতম সংগঠক বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী

সাহিত্যকর্ম এবং বর্তমান সময়' বিষয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। আলোচনা করেন মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, ডাঃ তরুণ

আবৃত্তি পরিবেশন করেন রণেন ধাড়া, রূপশ্রী কাহালী ও সাইফুল ইসলাম। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গার্গী দাসবক্সী, আশিস বসু ও সোমা ভট্টাচার্য। সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর।

শূন্য পেয়েও এম ডি ডাক্তার!

একের পাতার পর

সরকার মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি গেটে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় (ছবি)। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ সৌম্যদীপ রায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি ডাঃ সামস মুসাফির। নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ শাহরিয়ার আলম।

জনজীবনের দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পাকিস্তানের দশটি বামপন্থী দল

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে শাসকদের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাল পাকিস্তানের ১০টি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট ‘লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট’ (এলডিএফ)। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি সহ বড় শহরগুলিতে লাল পতাকা হাতে এদিন মিছিল করেন পাকিস্তানের খেটে-খাওয়া মানুষ। স্লোগান ওঠে, বিদ্যুতের দাম কমাতে হবে, দেশের সমস্ত মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা সহ শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো বুনিয়াদী পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাকিস্তানের অর্থনীতি আজ ধসের মুখে দাঁড়িয়ে। মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় জেরবার মানুষ। গত মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ২৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে খাদ্যপণ্যের দাম মারাত্মক। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম আকাশছোঁয়া। পাকিস্তানে বিদ্যুৎ মাসুল সম্প্রতি ৭৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে, যার বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে দেশ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন মানুষ। এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির জন্য আন্দোলনকারীরা পুঁজিপতি শ্রেণির অবাধ শোষণ ছাড়াও গত জুলাইতে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) থেকে পাকিস্তান সরকারের নেওয়া ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণকে অনেকাংশে দায়ী করেছেন। কারণ ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে এই সাম্রাজ্যবাদী অর্থসংস্থা পাকিস্তানের উপর বেশ কিছু কঠিন শর্ত চাপিয়েছে। সেসব মেনে পাকিস্তান সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার উপর থেকে সমস্ত ভর্তুকি তুলে নিয়েছে। পরিণামে খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যাপক দাম বৃদ্ধি ঘটেছে। বাস্তবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের উপর এই বিপুল ঋণের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে এর যাবতীয় সুবিধা লুটে নিচ্ছে পাকিস্তানের শাসক ধনিক শ্রেণি। বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধির জন্যেও আন্দোলনকারীরা দায়ী করেছেন বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির সঙ্গে সরকারের অন্যায্য নানা চুক্তিকে। দেশের মানুষের এই দুঃসহ পরিস্থিতির জন্য আন্দোলনকারীরা সামরিক খাতে সরকারের বিপুল ব্যয়কেও দায়ী করেছেন।

মোট বাজেটের ১৭ শতাংশেরও বেশি সামরিক খাতে ব্যয় করে পাকিস্তানের পুঁজিবাদী শাসকরা। ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কটে জনগণের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, সেই সময়েও সামরিক খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে ছাড়েনি সেখানকার শাসকরা।

দেশের নাম জানা না থাকলে জনগণের এই দুর্ভোগের বিবরণ পড়ে মনে হয় না কি, যে ভারতের জনসাধারণের দুর্দশার কথাই বলা হচ্ছে? আসলে ভারত ও পাকিস্তান— এই দুই

রাষ্ট্রের পরিচালকদের মধ্যে একটা আপাত-বিরোধ চোখে পড়লেও দুই দেশের সাধারণ মানুষই নিজের নিজের দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনায় একই রকম ভাবে পিষ্ট হচ্ছে। শুধু এই দুটি দেশই নয়, বিশ্ব জুড়ে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই জনগণ একইভাবে পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের শিকার। তাই কমিউনিস্টরা ঘোষণা করে যে, বিশ্ব জুড়ে শোষিত মানুষের স্বার্থ একই। দেখায়, মুনাফার স্বার্থে পুঁজিপতিদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও জনগণের স্বার্থের কোনও বিরোধ নেই।

এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে দু’বেলার রুটি জোগাড় করা যখন জনগণের অসাধ্য হয়ে উঠেছে, তখনও পাকিস্তানের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলির যাবতীয় কর্মকাণ্ড নির্বাচনে ফয়দা তোলাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু ভোটে সরকার বদল নয়, জনগণের দাবি আদায়ে আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা— এ কথা জেনে জনগণের দাবি-দাওয়া শাসকদের মানতে বাধ্য করার লক্ষ্যে জোট বেঁধেছে পাকিস্তানের ১০টি বামপন্থী দল। এদের মধ্যে আছে মজদুর কিসান পার্টি, আওয়ামি ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি অফ পাকিস্তান সহ বামপন্থী দলগুলি। দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করতে সরকারি পদক্ষেপ, সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো বুনিয়াদী ক্ষেত্রগুলিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সহ দেশে গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ ও প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দাবিতে বামপন্থী জোটের নেতৃত্বে পাকিস্তানের মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন।

গুজরাটে পাবলিক ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কনভেনশন

গুজরাটে বিজেপি সরকার যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির গুজরাট শাখা। এই গণতন্ত্রবিরোধী কালা-আইন প্রণয়ন করে বিজেপি গুজরাটে ছাত্র সমাজের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে এবং সেনেট-সিন্ডিকেট পদ্ধতি তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার পদদলিত করছে। ২০ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদে এক কনভেনশনে এই আইনের আপত্তিকর দিকগুলি তুলে ধরেন সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ কানু খাদাদিয়া।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এআইফুকটোর সহ সভাপতি মহাদেব দেশাই শাহ বলেন, এই আইন অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী এবং ছাত্রদের কণ্ঠরোধ করবে। কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রকাশভাই এন শাহ বলেন, আমরা আন্দোলন করে স্বাধিকার ফিরিয়ে আনব। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন, অধ্যাপক হেমন্ত কুমার শাহ, অধ্যাপক দেবদূত সিংহ রানা। শেষে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীদের জেলাশাসককে স্মারকলিপি

বন্ধ পাঁশকুড়া ফুলবাজারের হিমঘর চালু সহ বাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন, দেউলিয়া সংলগ্ন পানশিলা ফুলবাজার অবিলম্বে চালু, কোলাঘাট বাজারের আধুনিকীকরণ, ফুলের কেন্দ্রীয় গুচ্ছ প্রকল্পে জেলার অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি দাবিতে সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ফুলের ক্ষেত্রে গুচ্ছপ্রকল্পে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের টিম জেলাতে পাঠালেও রাজ্য উদ্যানপালন দপ্তর এই জেলার নাম কেন্দ্রে সুপারিশ করেনি।

অ্যাবেকার ডাকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

অন্যায়-অযৌক্তিক ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধি, মিনিমাম চার্জ বৃদ্ধি সহ নানা ফন্দিফিকির করে বিদ্যুতের বিল তিনগুণ করা, স্মার্ট মিটার ও প্রিপেড মিটার চালু করে গ্রাহকদের উপর চাপ ও হয়রানি বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অ্যাবেকার নেতৃত্বে জেলায় জেলায় গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান।

পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি (ছবি প্রথম পাতায়), দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর সহ নানা জায়গায় বিক্ষোভ হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর সল্টলেকে বিদ্যুৎভবনে বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা।

৩০ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণায় হাসনাবাদ ব্যবসায়ী সমিতির ঘরে অ্যাবেকার উদ্যোগে গ্রাহকসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ও জেলা সম্পাদক রবীন দেবনাথ।

মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ কোচবিহারে

কোচবিহার জেলার পাঁচ শতাধিক আশাকর্মী ২২ সেপ্টেম্বর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন আশাকর্মীদের জেলা সংগঠক রীনা ঘোষ, জেলা সম্পাদিকা অনিমা বর্মন, এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক

বিপুল ঘোষ। আশাকর্মীদের দাবি, উৎসাহ ভাতা ৮ ভাগে পাঠানো বন্ধ করে একসাথে দিতে হবে, স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে, ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন, পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, ১০ লক্ষ টাকা অবসর ভাতা, সরকারি কর্মচারীদের মতো ছুটি ও ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে। আশাকর্মীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

জি ২০ ঃ কী দিলেন মোদিজি

একের পাতার পর

থাকলে তিনিই জি২০-র সভাপতি হতেন। মোদিজির বিশেষ কোনও কৃতিত্ব এতে নেই। আর এতে ভারতীয় জনগণেরও প্রাপ্তি কিছু নেই।

জনগণের জি২০ ঃ বিজেপির দাবি মোদিজির সভাপতিত্বে জি২০ জনগণের মঞ্চ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা অবশ্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন দিল্লির বস্তিবাসী গরিব মানুষ। বুলডোজারের ধাক্কায় তাঁদের মাথা গোঁজার সামান্য আশ্রয়টুকুও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেশের নানা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের সাথে মন্ত্রী এবং অফিসার পর্যায়ের কিছু বৈঠক হয়েছে। এর কোনটিতে সরকার জনগণের মত নিয়েছে? ভারতের মন্ত্রী-আমলারা এ দেশের পুঁজিপতিদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরকষাকষি করেছেন অন্য দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি সরকারের সাথে। জনগণ মানে কি পুঁজিমালিকরা, ধনকুবেররা? তাদের দর কষাকষিতে খামোখা জনগণের নাম টেনে আনা কেন? সামনে লোকসভা ভোট বলেই কি এখন জনগণের কথা মনে পড়ছে?

যৌথ ঘোষণাপত্র ঃ সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে পারা নাকি মোদিজির আর একটি সাফল্য! বিজেপির দাবি, নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্ব ছাড়া এই ঘোষণাপত্র তৈরিই হত না। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়া এবং আমেরিকাকে এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করানোর মতো কঠিন কাজটি তিনিই নাকি শুধু পারেন! এ ব্যাপারে একটা দামি কথা বলেছেন পোলিশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্যাট্রিক কুগেইল। তাঁর মতে বিশ্ব জোড়া ঋণ সংকট, জলবায়ু ইত্যাদি জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব, প্রতিজ্ঞা ছাড়াই শুধু কিছু কথার সমাহার—এমন একটি ঘোষণাপত্রে সই করতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ এর কোনও কার্যকারিতাই নেই। এটাও জানা কথা যে, এই ধরনের ঘোষণাপত্রে মিষ্টি কথাগুলি লেখার সময় সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ছুরিগুলো আস্তিনের তলায় লুকিয়ে রাখে। দরকষাকষির পর বোঝাপড়া আপাতভাবে কিছুটা হয়, কারণ সকলেরই স্বার্থ থাকে বাজার নিয়ে টানাটানি, তীব্র দ্বন্দ্ব একটু হলেও কমানোর। কিন্তু মঞ্চ ছেড়ে উঠলেই এরা পরস্পরের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। ঘোষণাপত্রে 'সর্বসম্মতির' প্রধান কারণ হল— এবারের সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি ভারতের সাথে মিলে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে কিছুটা ছাড় আদায় করতে মরিয়া ছিল। এদিকে বৃহৎ শক্তিগুলি বর্তমান বিশ্বজোড়া মন্দার বাজারে ভারতের মতো বিরাট জনসংখ্যার দেশের বাজার হারাতে চায় না। ফলে তারা কিছুটা নরম থেকেছে। চিনও ভারতের সাথে আপাত স্থিতাবস্থা বজায় রেখে আমেরিকাকে কিছুটা চাপে রাখার কৌশলে ঘোষণাপত্র নিয়ে বিশেষ কিছু বলেইনি।

ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ঃ এ প্রসঙ্গে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, বিশ্বের কোনও দেশ অপর দেশের সার্বভৌমত্ব গায়ের জোরে কেড়ে নেবে না, এটা যুদ্ধের সময় নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। যুদ্ধের জন্য মানুষের সমস্যার কথাও কয়েক শব্দে লেখা আছে। কিন্তু কোথাও রাশিয়াকে আক্রমণকারী বা আগ্রাসনকারী বলা হয়নি। এই ফাঁপা শব্দে ভরা দলিলে স্বাক্ষর দিতে রাশিয়া এবং আমেরিকার মতো দুই ঘোষিত শত্রুপক্ষের কারও সমস্যা নেই। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যে সত্যটা এই ঘোষণাপত্র সামনে এনে দিয়ে গেল— তা হল, আমেরিকা কিংবা ইউরোপের সাম্রাজবাদীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাই বলুক না কেন, যুদ্ধটা শেষ হলে ওদের সকলের ক্ষতি। ইউক্রেনে সতিই যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলে জি২০-র মতো বিশ্ব অর্থনৈতিক মঞ্চকে তারা কাজে লাগাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করত। কিন্তু অস্ত্র ব্যবসা থেকে শুরু করে বিশ্ববাজারে আধিপত্যের স্বার্থে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আস্ফালন ও দাদাগিরি বজায় রাখতে তাদের এটা দরকার। অন্যদিকে রাশিয়া, চিন সহ অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ আছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর আধিপত্য খর্ব করে নিজেদের ব্যবসার প্রয়োজনে প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রসারের চেষ্টা করা। ভারতের স্বার্থ হল, এই যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়া। রাশিয়াও খুশি, কারণ তাকে কার্যত যুদ্ধ বন্ধ করার কোনও চাপই দেওয়া হয়নি। কার্যত ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বলি দিয়েছে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের অনুসারী রাষ্ট্রগুলির সম্মেলন জি২০। ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির জনগণও খাদ্যের অভাব সহ নানাভাবে এর বোঝা বইতে বাধ্য হচ্ছেন।

আফ্রিকান ইউনিয়ন ও 'গ্লোবাল সাউথ' ঃ প্রচার হচ্ছে, আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-র অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্বও নরেন্দ্র মোদির। দক্ষিণ আফ্রিকা এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিলই। এবারে আফ্রিকান ইউনিয়ন হিসাবে জি২০-র বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সে মহাদেশের এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত হল। এতে লাভ হল কার? আফ্রিকার দেশগুলির অধিকাংশই চরম দারিদ্রের শিকার। অথচ খনিজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে এগুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আফ্রিকার সম্পদ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে তাই কাড়াকাড়ির শেষ নেই। জি২০তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারতের বিশেষ উদ্যোগের প্রধান কারণ হল ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিপুল মুনাফা দিতে পারে আফ্রিকা। তারা সেখানে ইতিমধ্যেই বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ করছে। তাদের আরও বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে ভারতীয় শাসকরা সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকার সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এগোচ্ছে। আফ্রিকায় ইতিমধ্যেই চিনের প্রভাব থাকায় মার্কিন কর্তারাও ভারতের ভূমিকাকে কাজে লাগিয়ে চিনকে কিছুটা পিছু হঠাতে চাইছেন। তাই তারাও জি২০তে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিতে উৎসাহী। অন্যদিকে চিন এবং রাশিয়াও জি২০তে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে আগ্রহী। নরেন্দ্র মোদিজির এতে আলাদা কোনও কৃতিত্ব থাকার কথাই নয়, তা নেইও।

এবারের জি২০তে একটা শব্দ বারবার শোনা গেছে— 'গ্লোবাল সাউথ'। আমেরিকা, রাশিয়া, চিন এবং ইউরোপের বড় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দরকষাকষির সুবিধার জন্য আফ্রিকা, এশিয়ার কিছু দেশ, ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দেশগুলি এবং অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড বাদে ওশিয়ানিয়ার কিছু দেশ নানা বিষয়ে এক সঙ্গে চলতে চায়। এদের যৌথ প্রচেষ্টাকে বলা হচ্ছে 'গ্লোবাল সাউথ'। ভারতের উৎসাহ হল, এদের মধ্যমণি হয়ে উঠতে পারলে এই সব দেশের বাজারে ঢুকতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের যেমন সুবিধা হবে, তেমনই এর মাধ্যমে অনেকে মিলে বড় সাম্রাজ্যবাদী ব্লকের সাথে টক্কর যেমন দেওয়া যাবে, পাশাপাশি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বোঝাপড়ার রাস্তাটাও অনেকটা পরিষ্কার হবে। লক্ষণীয়, এবারের জি২০ বৈঠকে ভারত সরকারের বিশেষ আগ্রহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই গোষ্ঠীর সদস্য না হয়েও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতকে আশ্বস্ত করেছেন চিন তাঁদের 'বাণিজ্যিক বন্ধু' হলেও ভারত তাঁদের 'আত্মিক বন্ধু'। ভারতও বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কিন চাপ থেকে শেখ হাসিনাকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। তথাকথিত গ্লোবাল সাউথের মধ্য দিয়ে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি এবং এই সব দেশগুলির উচ্চাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়াদের লাভ হতে পারে। কিন্তু ভারত সহ অন্যান্য দেশগুলির সাধারণ মানুষের এতে কী লাভ?

নতুন করিডর ঃ জি২০-র বোঝাপড়ার অন্যতম হল ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত করিডর। তাতে স্থলপথ এবং জলপথ উভয়ই কাজে লাগবে। ভারত, সৌদি আরব, আরব আমিরশাহি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যের এই করিডরে আমেরিকাও উৎসাহী। তারা উদ্যোগ নিয়ে এই প্রকল্পের মধ্যে ইজরায়েলের বন্দরকেও যুক্ত করার কাজটা সম্পন্ন করেছে। ফলে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা দেশে পণ্য চলাচল অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। মার্কিন সরকারের আশা চিনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোডে'র পাল্টা হিসাবে এই করিডর মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের অনেকটা অংশে চিনের বদলে তাদের আধিপত্য বাড়াতে সাহায্য করবে। লক্ষ করার মতো বিষয় হল চিন এই নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে শুধু বলেছে, নতুন করিডর নিয়ে বোঝাপড়া ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ বদলের কাজে ব্যবহার না হলে তাদের আপত্তি নেই। যদিও বাস্তবটা হল, আজকের বিশ্বে বাজার নিয়ে দ্বন্দ্ব এতটাই তীব্র যে, সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকে সামরিক তাকত এবং ভূ-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আধিপত্য বজায় রাখা। সে দিক থেকে চিনের এই আপাত নির্লিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য দেখিয়ে দিচ্ছে এক নতুন সাম্রাজ্যবাদী টক্করের সম্ভাবনাকে। উল্লেখ করা দরকার, সম্প্রতি ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্প্রসারণ নিয়ে চিনের প্রচেষ্টার সাথে ভারতের স্বার্থের সংঘাত হয়েছে, আবার তার আপাত সমাধানও হয়েছে। জি২০ সম্মেলনের ঠিক একদিন আগে মোদিজি যেভাবে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত 'আসিয়ান' সম্মেলনে ছুটে গিয়ে একটা বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন সেটাও লক্ষ করার মতো। কারণ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলির এই গোষ্ঠীর সাথে আলাদা সখ্যতার ছবি জি২০ বৈঠকে ভারতের দর কিছুটা বাড়াতে সক্ষম বলে কূটনীতিকরা হিসাব কষেছেন। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাময়িক বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রচারকরা ঢাক পিটিয়ে বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই, ফলে একমেরু বিশ্বে আর যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। সেদিনই মহান লেনিনের শিক্ষাকে তুলে ধরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে এস ইউ সি আই (সি) দেখিয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্ম দেয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতি যুদ্ধের বিপদকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে। আজ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহতা সেই সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

পরিবেশ ঃ ঘোষণাপত্রে ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু চুক্তি মেনে চলার অঙ্গীকার যথারীতি আছে। কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকা সহ শিল্পোন্নত দেশগুলি 'কার্বন ট্যাক্সে'র নামে যে বোঝা কম উন্নত দেশগুলির ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, তা নিয়ে ঘোষণাপত্র নিশ্চুপ। গ্লোবাল সাউথের মুখপাত্রের দাবিদার ভারতও কিছু বলেনি। জলবায়ু রক্ষার তহবিলের জন্য ২০৩০-এর মধ্যে ৫.৮ থেকে ৫.৯ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলারের তহবিলের কথা বলা হয়েছে। এর জন্য 'মাল্টি ডেভলপমেন্টাল ব্যাঙ্ক'-এর মাধ্যমে সরকারি তহবিল জোগানোর কথাও আছে। কিন্তু ২০১০ থেকে উন্নত দেশগুলির সম্মিলিতভাবে বছরে যে ১০০ কোটি ডলার দশ বছর ধরে জলবায়ু উন্নয়নে খরচ করার কথা ছিল, তার কী হল? এ ব্যাপারে ঘোষণাপত্র উল্লেখমাত্র করেই থেমে গেছে। তহবিল কারা দেবে, তাও নির্দিষ্ট করা হয়নি। এছাড়া উন্নত দেশগুলি 'সবুজ টেকনোলজি' অর্থাৎ দূষণহীন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব কোনওভাবেই শিথিল করতে রাজি নয়। ফলে অনুন্নত দেশগুলির ওপর এই প্রযুক্তি একটা বিপুল বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে বৃহৎ শক্তিগুলির লাভ হচ্ছে কিন্তু বেশিরভাগ দেশের পক্ষে দূষণহীন প্রযুক্তি ব্যবহারই অসম্ভব হয়ে উঠছে। এছাড়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন 'ডিফরেস্টেশন ফ্রি প্রোডাক্টে'র নামে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার দেশগুলির কৃষিজ, বনজ সম্পদের ওপর বিপুল কর বসাচ্ছে। যদিও তাদের দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই ঘুরপথে এই সমস্ত সম্পদ রপ্তানি করছে। ফলে মার খাচ্ছে অনুন্নত দেশগুলির কৃষিজীবীরা। জি২০ ঘোষণাপত্র এ নিয়ে একেবারে নীরব।

সুস্থায়ী উন্নয়ন ঃ সমস্ত পোশাকি আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে যেমন থাকে জি২০-র ঘোষণাপত্রেও ঠিক তেমনভাবেই 'সাসটেনেবেল ডেভেলপমেন্ট' বা সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়েছে। যদিও, ২০১৫-তে যে ১৭টি বিষয় ধরে ২০৩০-এর মধ্যে এর লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এতদিনে তার ১২ শতাংশ মাত্র করা গেছে বলে জানিয়েছে জি২০-র সভা। ভারতের সভাপতিত্ব নিয়ে যতই ঢাক বাজাক বিজেপি, দেখা গেছে এই উন্নয়ন মাত্রাগুলির নিরিখে 'সভাপতি মশাই' বেশ পিছিয়েই আছেন। ক্ষুধা, অপুষ্টি দূর করার বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি সহ আর্থিক অসুবিধা দূর করে মানুষের কাছে খাদ্য, জ্বালানি, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে। উচ্চমানের শিক্ষা এই উন্নয়নের একটা

সাতের পাতায় দেখুন

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এআইডিএসও-র বক্তব্য বিপুল প্রভাব ফেলেছে

দীর্ঘ তিন বছরের ব্যবধানে আবার অনুষ্ঠিত হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন। দেশের রাজধানী শহরে এই নির্বাচন রাজনৈতিক ভাবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই সমস্ত বৃহৎ রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই নির্বাচনে। বিজেপির ছাত্র শাখা এবিভিপি, কংগ্রেসের ছাত্র শাখা এনএসইউ(আই) উভয়ই সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতির সমর্থক। তথাকথিত বাম সংগঠনগুলির ভূমিকাও এবিভিপি বা এনএসইউ(আই) থেকে আলাদা কিছু নয়। এআইডিএসও একমাত্র সংগঠন যারা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধ এবং ছাত্রদের অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শাসকদল মদতপুষ্ট এইসব ছাত্র সংগঠনগুলির অর্থবল ও বাহুবলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নীতি আদর্শ ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে এআইডিএসও-র ব্যতিক্রমী এই সংগ্রাম কেবল ছাত্র নয়, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের উপরও গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে এবং ছাত্রদের বিপুল সমর্থন পেয়েছে।

এই নির্বাচনে অর্থ ও বাহুবলের বিপরীতে নীতি আদর্শ ভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এআইডিএসও-র দিল্লি রাজ্য কমিটির পক্ষে রাজ্য সভাপতি কমরেড ডাঃ অনির্বাণ ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া সকল ছাত্র শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ৪ অক্টোবর 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় চলো'র ডাক দেওয়া হয়েছে।

ছবি ঃ ক্লাসে ক্লাসে প্রচার

জি ২০ ঃ কী দিলেন মোদিজি

ছয়ের পাতার পর

অংশ। কিন্তু, বিশ্বায়নের ফরমুলা অনুযায়ী যখন পুঁজিবাদী সরকারগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার পথে হাঁটছে সেই সময় তারা কী করে একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছে এগুলি পৌঁছে দেবে? দেখা যাচ্ছে, বাস্তব সমস্যাগুলিকে গম্ভীর ভাষায় তুলে ধরার ভড়ংয়ের আড়ালে খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্বালানী সব ক্ষেত্রেই বাড়তি বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রাই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষাকে সুস্থায়ী উন্নয়নের অংশ বলা হয়েছে। এই নিরিখে ভারতের স্থান কোথায়, তা দেশের মানুষ যেমন হাড়ে হাড়ে জানে, তেমনই বিশ্বও জানে।

দেখা গেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দিল্লিতে বসে এগুলির ব্যাপারে কোনও মুখ না খুললেও ঠিক সম্মেলন থেকে উড়ে ভিয়েতনামে নেমেই ঘুরপথে বলে দিয়েছেন ভারতে এগুলির একান্ত অভাব। বিজেপি নেতারা নিশ্চয়ই তার খবর রাখেন।

ঋণ সংকট ঃ বিশ্বজুড়ে তীব্র ঋণ সংকট, আর্থিক অসাম্যের কথাও ঘোষণায় এসেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের যে শিরোমণির জন্য আজ বিশ্বের ৩৯টি দেশ মারাত্মক ঋণের ফাঁদে জাড়িয়েছে, সেই আমেরিকার নামটিও উচ্চারিত হয়নি। বরং মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি পরিচালিত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার হাত ধরে বাণিজ্য চুক্তিগুলি সাজানোর কথা বলা হয়েছে। মাল্টি ডেভলপমেন্টাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উন্নয়নে খরচের কথা বলা হয়েছে। যদিও বাস্তব হল, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এই ধরনের লগ্নি প্রতিষ্ঠান মানে হচ্ছে আরও বেশি লুঠ, আরও বেশি দুর্বল দেশের ওপর ঋণের ফাঁদ।

তাহলে শেষ পর্যন্ত জি২০ সম্মেলন থেকে জনগণের লাভ কী দাঁড়াল! এর থেকে এ দেশের সাধারণ মানুষের কিছু জোটার কথা ছিল না, তা জোটেওনি। কিন্তু দেখা গেল জাহাজ-রেল করিডরের মাধ্যমে আদানি গোষ্ঠীর বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইজরায়েলে যতগুলি বন্দর এই কাজে লাগবে তার বরাত যেন আদানিরা পায় তা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন মোদিজি। স্বাভাবিকভাবেই এ জন্য অর্থ জোগানের বন্দোবস্ত করতে হবে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকেই। অর্থাৎ জনগণের গচ্ছিত টাকাতেই আদানি গোষ্ঠী টাকা ঢালবে এই প্রকল্পে।

এ দেশের একচেটিয়া মালিকরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে তা মেরে দেওয়ার যে নজির স্থাপন করেছেন সেটা এই ক্ষেত্রে আর একবার স্মরণ না করে পারা যাচ্ছে না। আরও স্মরণ করা দরকার নতুন আন্তর্জাতিক করিডর যদি বাস্তবায়িত হয়ও, তার দ্বারা লাভবান কারা হবে? পণ্য চলাচলের খরচ বাঁচার সুযোগ কি ভারতীয় জনগণ পাবে? এ দেশের তেল ব্যবসার নজির বলে, কোম্পানিগুলির খরচ বাড়লে ভারতে তেলের দাম বাড়ে, খরচ কমলে তা কিন্তু কমে না। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে অন্য রকম কিছু আশা করাই বৃথা।

তা হলে ৪১০০ কোটি টাকার রোশনাই জ্বেলে ভারতীয় জনগণকে জি২০ থেকে নরেন্দ্র মোদিজি কী উপহার দিলেন? বিশাল বড় ধোঁকা ছাড়া কিছু কি?

১০০ দিনের কর্মী দিয়ে সরকারি কাজ
তীব্র প্রতিবাদ এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি ও সরকার অধিগৃহীত ক্ষেত্রে ১০০ দিনের প্রকল্পের কর্মীদের কাজে লাগানো হবে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। বহু দিনের আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু করেছিল সারা বছর কাজ না পাওয়া গ্রামীণ মজুরদের জন্য। বর্তমানে এই প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২২৩ টাকা। গ্রাম ও শহরে কাজ না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং ব্যাপক ভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। তাই দাবি উঠেছে বছরে কমপক্ষে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করে বহু শ্রমিক তাঁদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন না। সরকারি ও সরকার অধিগৃহীত দপ্তরের কাজ ছুটির দিন বাদে সারা বছর করতে হয়। সেখানে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প কী ভাবে কার্যকরী হতে পারে? তিনি বলেন, এখন সরকারি দপ্তরে বহু পদ খালি থাকায় কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। কোনও মতে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য স্থায়ী কাজেও ঠিকা ও ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে ১০০ দিনের প্রকল্পের কর্মীদের কাজে লাগানো মানে চাকরির সুযোগকে সংকুচিত করা। অসহায় বেকারদের কম পয়সায় খাটিয়ে নেওয়ার বদলে অবিলম্বে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ এবং সমস্ত ঠিকা ও ক্যাজুয়াল কর্মীকে স্থায়ী করার দাবি জানিয়েছে এআইইউটিইউসি।

কেরিয়ারের নিশির ডাক

তিনের পাতার পর

জোর করে তাদের এই রাস্তায় ঠেলে দেন।

কোটার আত্মঘাতী কিশোর-কিশোরীদের অনেকেই তাদের বাবা-মায়ের এই অবুঝ উচ্চাকাঙ্ক্ষার অসহায় শিকার। ফলে ফুলে ফেঁপে উঠছে কোটার কোচিং ব্যবসা। সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, গত বছর কোটার শুধুমাত্র একটি নামজাদা কোচিং সেন্টারেই বিনিয়োগ হয়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা। এমনকি বিদেশ থেকেও বিপুল পরিমাণে লগ্নি আসছে কোটার কোচিং ব্যবসায়। খাটছে বহুজাতিক পুঁজি। শহর ছেয়ে যাচ্ছে একের পর এক কোচিং সেন্টারের সাফল্যের খতিয়ান ভরা রঙিন বিজ্ঞাপনে। বাবা-মায়েরা সন্তানের ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নের হাতছানিতে আরও বেশি করে পা বাড়াচ্ছেন রাজস্থানের এই ছোট শহরটির দিকে। কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে নিশ্চয়ই সাফল্যের মুখ দেখছে। কিন্তু বাকিরা? তাদের ব্যর্থতার গুমরে ওঠা কান্না পাক খাচ্ছে কোটা শহরের আকাশে-বাতাসে। হতাশা কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের অধিকাংশ। কেউ সফল হচ্ছে, আবার কারও জায়গা হচ্ছে সরকারি হাসপাতালের মর্গে।

কেরিয়ারের জন্য এই মরণ-বাঁচন লড়াই, তাকে ঘিরে বিপুল মুনাফার ব্যবসা, কেরিয়ারকে কেন্দ্র করেই জীবনের মূল্যের পরিমাপ এবং পরিণামে প্রতি বছর এত ছাত্রছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু— এই চক্র ভাঙতে গেলে প্রয়োজন পরিকল্পিত অর্থনীতির, যা দিতে পারে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ব্যক্তি-মুনাফাভিত্তিক না হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা মাথা তুলতে পারে না। সাধারণ মানুষের জীবনে সেখানে অনিশ্চয়তা নেই। কেরিয়ার এবং রোজগারের পরিমাণ দিয়ে নয়, সেখানে মানুষের সম্মান-মর্যাদা নির্ধারিত হয় সমাজের জন্য তার পরিশ্রম ও অবদানের কথা মাথায় রেখে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য মা-বাবাকে মাথা কুটে মরতে হয় না। চলমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাস করে এমন একটা সমাজ আজ স্বপ্ন বলে মনে হলেও পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চিন এই কাজ করে দেখিয়েছে। সে দিন সমাজতান্ত্রিক দেশের ছেলেমেয়েরা জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ নিতে সক্ষম হয়েছে। সমাজের কল্যাণে আনন্দের সঙ্গে তারুণ্যের বিপুল শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছে তারা। দেশকে তারা এগিয়ে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায়। পুঁজিবাদী ভারতের নিরুপায় ছেলেমেয়েদের মতো কেরিয়ারের নিশিডাকে বিভ্রান্ত হয়ে অসহনীয় মানসিক চাপের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হয়নি তাদের।

যতদিন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকবে তত দিন এমন ঘটনার পুরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করা যাবে না।

সারের কালোবাজারি ঃ মেখলিগঞ্জে বিক্ষোভ

সারের কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি মূল্যে সার বিক্রি, দোকানে সারের মূল্যতালিকা টাঙানো এবং ক্যাশমেমো দেওয়া, সমস্ত রকমের সার, বীজ, কীটনাশক এবং কৃষি সরঞ্জাম কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়ার দাবিতে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লক কৃষি আধিকারিককে ২০ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দিল অল ইন্ডিয়া কিসান খেত মজদুর সংগঠন।

নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদক বিনোদ রায়, সভাপতি প্রফুল্ল রায়, মলিন সিংহ সরকার, ধনেশ্বর রায় প্রমুখ। কর্তৃপক্ষ পুজোর আগেই মূল্য তালিকা টাঙানোর প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কোনও সার ব্যবসায়ী এমআরপির বেশি দামে সার বিক্রি করলে এবং ক্যাশমেমো না দিলে তার বিরুদ্ধে কৃষকরা অভিযোগ জানালে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৬ বর্ষ ৭ সংখ্যায় কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার প্রমুখের মুক্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বন্দিজীবনে মৃতদের তালিকায় কমরেড কওসর বৈদ্যের নাম যুক্ত আছে, যা সঠিক নয়। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি বাংলাদেশে

বাংলাদেশের বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ১৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ক্ষমতাসীন হাসিনা সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার দৃঢ় ঘোষণা করেন। একই সাথে আওয়ামি লিগ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান তাঁরা। ঢাকায় প্রেসক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশ থেকে বক্তারা ভোট ও ভাতের অধিকার আদায়ের জন্য বামগণতান্ত্রিক জোটকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক মাসুদ রানা সভাপতিত্ব করেন। সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লিগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহিদুল ইসলাম সবুজ ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলি।

সভায় মাসুদ রানা বলেন, ‘দেশের জনগণ একদিকে অর্থনৈতিক ভাবে সংকটে আছে, অন্যদিকে তারা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। তার ভোটের অধিকার নেই, কথা বলার অধিকার নেই। আওয়ামি লিগের এই শাসনে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে একমাত্র দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। তাদের রক্ষার জন্য আওয়ামি লিগ যা যা করতে হয় সব করছে। ফলে আওয়ামি লিগের উপর জনগণ প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ। জনগণ পরিবর্তন চান। কিন্তু আওয়ামি লিগের পরিবর্তে বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী অন্য কোনও দল ক্ষমতায় এলে এই সমস্যার সমাধান হবে না’।

তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিন সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে আওয়ামি লিগ। তারাই দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিচ্ছে। সমাবেশ থেকে ১৫-৩০ সেপ্টেম্বর পক্ষকালব্যাপী রাজধানীর বিভিন্ন থানায় ও সারা দেশের উপজেলাতে সমাবেশ, ৫ অক্টোবর ঢাকায় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান, ৮-১৫ অক্টোবর জেলায় ও বিভাগীয় শহরে পদযাত্রা ও সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী পালন

এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল ও পথিকৃৎ-এর পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী পালনের ডাক দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যাসাগরের ছবি পৌঁছে দেন সংগঠনগুলির স্বেচ্ছাসেবকরা। ছবি - উত্তর দিনাজপুর (উপরে) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এআইডিএসও-র ডাকে শিক্ষা কনভেনশন

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার চক্রান্ত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি এবং রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, ৮২০৭টি সরকারি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণার দাবিতে এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে।

রাজ্য নেতৃবৃন্দ এ দিন জানান, সংগঠনের ডাকে ২৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি এবং ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। যোগ দেবেন রাজ্যের সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলের প্রতিনিধিরা। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, কলকাতার কনভেনশনে ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বরনাথ ঘোষ সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বক্তব্য রাখবেন।

শিলিগুড়ির শিক্ষা কনভেনশনে বক্তব্য রাখবেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর কুমার বিশ্বাস, প্রখ্যাত বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দন শীট সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। দুটি কনভেনশনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বক্তব্য রাখবেন এবং সভাপতিত্ব করবেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

আলিপুরদুয়ার ঃ এআইডিএসও-র ডাকে উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি বিশ্বরঞ্জন গিরি, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আসিফ আলম ও অপূর্ব মণ্ডল সহ জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার জে কে কলেজে শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়, রাজ্য সহসভাপতি বিকাশ রঞ্জন কুমার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উৎপল দাস অধিকারী।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার মেদিনীপুর কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সিদ্ধার্থশংকর ঘাঁটা, রাজ্য কমিটির সদস্য ভাস্কর পাত্র ও সুমন মহাপাত্র।

মিড ডে মিল কর্মীদের সভা

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার মিড ডে মিল কর্মী কাজ করেন। রান্না থেকে বাসন ধোয়া সবই তাঁদের করতে হলেও এ রাজ্যে মাসে বেতন মাত্র ১৫০০ টাকা। তাও ১২ মাস নয়, বেতন দেওয়া হয় ১০ মাসের। এঁদের ছুটি নেই, রান্না করলেও খাওয়ার অধিকার নেই, পিএফ-পেনশন-বোনাস নেই,

অবসরকালীন ভাতা নেই, নেই কোনও সামাজিক সুরক্ষা। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ২০১৩ সালের পর বেতন এক পয়সাও বাড়েনি। পূর্বতন ও বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সহ সমস্ত স্তরের কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই এই দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তা পূরণের কোনও ব্যবস্থা করেননি। বরং কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেটে বারবার প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রকল্পকে সুকৌশলে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে। মিড ডে মিল প্রকল্প চলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ আর্থিক সাহায্যে। আন্দোলনের চাপে হরিয়ানা, কেরালা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি করতে সরকারকে বাধ্য করেছে।

এই অসহনীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের ডাকে ২৭ সেপ্টেম্বর, কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি হয়। এই কর্মসূচিকে সফল করতে ২২ সেপ্টেম্বর, শ্যামপুর-২ ব্লকের নাউল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়ে সভা হয় (ছবি)।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ জেলার কোলাঘাট ব্লকের মিড-ডে মিল কর্মীদের বকেয়া বেতন অবিলম্বে মেটানো, অন্তত ৬৩০০ টাকা মাসিক বেতন, সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, বছরে ১২ মাসই বেতন দেওয়া প্রভৃতি ১৩ দফা দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কোলাঘাট ব্লক শাখার পক্ষ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর কোলাঘাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com